দৈনিক বিচিত্রা

SEP 21 1992

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেশে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। কারণ, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন লেখাপড়া হয় না, ন্যূনতম ছাত্র-ছাত্রীও নেই এবং পাসের হারও ২% থেকে ৫%-এর বেশী নয়। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেছনে সরকার প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু এদের গণফেলের দায়, বদনাম সব কিছুই এদেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কলংক এঁকে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক এবং শিক্ষা সচিব মুহাম্মদ শহীদুল আলম গতকাল ঢাকায় 'মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন' শীর্ষক এক সেমিনারে বলেছেন, দেশে সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা মিলিয়ে বর্তমানে সর্বমোট প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১৯ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান, পাসের হার ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোটামুটি সন্তোষজনক। আর ১০ হাজার স্কুল-কলেজ আছে মাঝারি মানের। কিন্তু অবশিষ্ট ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না আছে প্রয়োজনীয় ছাত্র-ছাত্রী, না আছে লেখাপড়া। সেখানে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৩০ জন করে শিক্ষক রয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষা দেয় ৪/৫ জন। তাও পাস করে না। এই ১০ হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এখনই বন্ধ করে দেয়া যায় এবং সরকার তা পারে। এই ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে বাকি ২০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক ভালোভাবে গড়ে তোলা যাবে। এতে ছাত্র-শিক্ষক-জাতি সবাই উপকৃত হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকরা কেবল সরকারের কাছ থেকে বেতনের নামে শত শত কোটি টাকা অর্থ লুটপাটের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কারণে তা টিকিয়ে রেখেছে। নকল করা ছাড়া সেখানে কোন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায় না। এদের পাসের হার শূন্য থেকে সর্বোচ্চ ৫/৭ ভাগ। অথচ এদের ফেলের দায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হচ্ছে। এদের কারণেই পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাসের হারের গড়ে এই ধস নামছে। জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে এদেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার মর্যাদাহানি হচ্ছে। গতকাল বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম শিপু,

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবদুর রশিদও বক্তব্য রাখেন।